ব্রত প্রকরণ

মঙ্গলচণ্ডী বা জয় মঙ্গলবারের ব্রতবিধি ও ব্রতকথা

ব্রতের নিয়ম—জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে এই ব্রত পালন করিতে হয়। পুরোহিত দ্বারা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করাইয়া ব্রত শেষে ব্রতকথা শ্রবণ করিতে হয়।

ব্রতের উপকরণ—সতেরোটি গোটা সুপারি, ধান, দূর্বা, ফল-বেলপাতা, পৈতা, পাকা আম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

ধ্যান—ওঁ যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা। রক্তপদ্মাসনাস্থ চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা। রক্ত কৌষেয় বস্ত্রা চ স্মিতবক্ত্র শুভাননা। নবযৌবনা সম্পন্না চার্বঙ্গী ললিতপ্রভা।

পূজা মন্ত্র—ওঁ হ্রীং মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। পরে ললিতকান্তি দেবী ও দিবাকারবাসিনী দেবীর পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

ব্রতকথা—রত্নাবতী নামে এক ভক্তিমতী সধবা ব্রাহ্মণী ছিল। কামিনী নামে একটি নাপতিনি তার সই ছিল। একদিন নাপতিনি বললে—সই, আমার খুবই দুঃখ-কষ্ট, কি করি বলতে পারো? ব্রাহ্মণী বলে—জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কর। সইয়ের কথা শুনে সে ব্রত করলো, তার ফলে তার সব দুঃখ দূর হলো। কিছুদিন পরে সে সুখ সহ্য করতে না পেরে, কি করবে ঠিক করতে না পেরে বেনেদের লাউগাছ ছিঁড়ে দিল, তাতে গাছ আরও বেড়ে গেল। শেষে যুক্তি করে ভাগাড়ে গিয়ে রাজার মরা হাতী ধরে কাঁদতে লাগলো, হাতীটা মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় বেঁচে গেল। এ সংবাদ শুনে রাজা নাপতিনিকে খুব আদর যত্ন করলে। শেষে বিষের নাড়ু তৈরী করে নাপতিনি জামাইবাড়ি পাঠালো। কিন্তু তাতেও তারা মরলো না। তখন নাপতিনি ব্রত করা বন্ধ করতেই তার বাড়ি-ঘর পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। মেয়ে জামাই মরলো। নাপতিনি কাঁদতে লাগলো। শেষে মা মঙ্গলচণ্ডী ছদ্মবেশে দেখা দিলেন। নাপতিনি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পায়ে ধরে সব বললে। মা মঙ্গলচণ্ডী সব শুনে তাকে আবার ব্রত করতে বললেন। ব্রত করার ফলে নাপতিনি আবার ঘর-বাড়ি জমি-জমা ফিরে পেলো, মেয়ে-জামাই বেঁচে উঠলো। মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় তার সব দুঃখ ঘুচে গেল। সেই থেকে এই ব্রত চারিদিকে প্রচার হলো। **—অথ মঙ্গলচণ্ডী বা জয় মঙ্গলবারের ব্রতকথা সমাপ্ত—**

শিবরাত্রির ব্রতকথা

ব্রতের নিয়ম—শিবরাত্রির আগের দিন হবিষ্যান্ন বা নিরামিষ আহার করে, রাত্রে বিছানায় না শুয়ে খড় বা কম্বলে শুতে হয়। ব্রতের দিন উপবাসী থেকে গঙ্গামাটি বা শুদ্ধমাটি দিয়ে চারটি শিব গড়ে চার প্রহরে একটি করে শিবের পূজা করতে হয়। প্রতিষ্ঠিত শিব থাকলে তাতেই চার প্রহরে চারবার পূজা করতে হয়। প্রথম প্রহরে দুগ্ধ দ্বারা, দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা, তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা ও চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা স্নান করাতে হয়। ব্রতের দিন সারারাত্রি জাগরণ করে পরদিন ব্রতকথা শুনে, ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে ও সাধ্যমত দক্ষিণা দিয়ে পারণ করতে হয়।

ব্রতের উপকরণ—গঙ্গামাটি বা শুদ্ধমাটি, বিল্বপত্র, গঙ্গাজল, ফুল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও কলা।

ব্রতের ফল—যজ্ঞের মধ্যে যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞ, তীর্থের মধ্যে যেমন গঙ্গা, তেমনি ব্রতের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ব্রত হলো শিবচতুর্দ্দশী ব্রত। এই ব্রত পালন করলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বিধ ফল লাভ হয়ে থাকে।

পারণ মন্ত্র—সংসার ক্লেশদগ্ধস্য ব্রতনানেন শঙ্কর। প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদ ভব।

ব্রতকথা—বহুকাল আগে বারাণসীতে একটি ব্যাধ ছিল। দিনরাত্র সে শুধু জীবহত্যা করতো। একদিন ব্যাধ শিকার করতে গিয়ে অনেক পশু-পক্ষী মেরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই বাড়ির দিকে রওনা হলো। কিছুটা এগোতেই রাত্রি হয়ে গেল। অন্ধকার রাত্রি, পথ দেখা যায় না, সে তখন এক গাছের নীচে আশ্রয় নিল। কিন্তু গভীর জঙ্গলে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ডাক শুনে সে ভয়ে একটা গাছে উঠে তার ডালে মাংসের ঝোলা বেঁধে সেই ডালেই বসে রইলো।

গাছটি ছিল বেলগাছ, গাছের নীচে ছিল শিবলিঙ্গ। ব্যাধ গাছের ডালে বসে নড়ে চড়ে উঠতেই শিশিরে ভেজা একটি বেলপাতা খসে পড়লো সেই শিবলিঙ্গের মাথায়। সেদিন ছিল শিবচতুর্দ্দশী। ব্যাধও ছিল উপবাসী, তাই শিবের মাথায় বেলপাতা পড়তে শিব সন্তুষ্ট হলেন। ব্যাধ কিছুই জানতো না, তবু তার শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের ফল লাভ হলো। সকালে ব্যাধ বাড়ি ফিরে এলো। সবাই তার জন্য ভাবছিল। ব্যাধ ফিরে আসতে তাকে তার বউ খেতে দিল। এমন সময় একজন অতিথি এলো। ব্যাধ কি ভেবে তার খাবারগুলি অতিথিকে খেতে দিল। তাতে তার পারণের ফলও লাভ হলো।

কিছুদিন বাদে ব্যাধ অসুস্থ হয়ে মারা গেল। যমদূতরা তাকে নিয়ে যাবার জন্যে এলো, এমন সময় সেখানে শিবদূতরা এলো। দু'জনে যুদ্ধ বেধে গেল, যমদূতরা হেরে গেল, শিবদূতরা ব্যাধকে কৈলাসে নিয়ে এলো। যমদূতরাও তাদের পিছনে পিছনে ধাওয়া করলো।

কৈলাসের দ্বারে নন্দী পাহারা দিচ্ছিল, সে যমদূতদের কাছে ব্যাধের শিবরাত্রির কথা বললো। সব শুনে যমদূতরা ফিরে গিয়ে যমকে সব জানালো। যম বললেন—হ্যাঁ, যে শিব বা বিষ্ণুর ভক্ত আর যে শিবচতুর্দ্দশী ব্রত করে এবং যে বারাণসীধামে মারা যায়, তার ওপর আমার কোন অধিকার থাকে না। তারপর থেকে এই ব্রতের কথা চারিদিকে প্রচার হলো। **—অথ শিবরাত্রি ব্রতকথা সমাপ্ত—**

বেণীমাধব® শীলের সঙ্গে ভারত সরকার প্রদত্ত রেজিস্টার্ড ® চিহ্ন দেখিয়া কিনুন

শ্রীশ্রীসন্তোষী মাতার ব্রতকথা

ব্রতের নিয়ম—প্রতি শুক্রবার উপবাসে থেকে স্নান করে শুদ্ধবস্ত্রে সন্তোষী মাতার পূজা করতে হয়। পূজার সময় ধূপ-দীপ জ্বালাতে হয়। এই ব্রতে কোনও তিথি নক্ষত্রের নিষেধ নাই।

ব্রতের উপকরণ—ধান, দূর্বা, ফুল, বেলপাতা, ছোলা, গুড় বা বাতাসা। এইদিন টক দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ।

ব্রতের ফল—যে সব নারী ভক্তিভরে এই ব্রত উদ্‌যাপন করে সেইসব নারী বৈধব্য যন্ত্রণা পায় না ও তাদের সকল মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তারা সারাজীবন স্বামী-পুত্র ও পরিজনবর্গসহ সুখে-স্বাচ্ছন্দে কাল কাটায়। তাদের গৃহে অর্থাভাব হয় না। যে কোনও বয়সের পুরুষ ও নারী এই ব্রত করতে পারে।

ব্রতকথা—এক বণিক করিত বাস কোন এক গ্রামে। সাতপুত্র ও পত্নী রাখি গেল স্বর্গধামে।। ছয় ভাই কর্ম করে আনন্দিত হয়ে। অর্থ যাহা পায় তাহা আনি দেয় মায়ে।। ছোটছেলে রামুর ছিল বেকার জীবন। করিতে না পারে কিছু অর্থ উপার্জন।। সাবিত্রী নামেতে ছিল রামুর রমণী। সতী সাধ্বী পতিব্রতা স্বামী সোহাগিনী।। বিবিধ সুখাদ্য মাতা করিয়া রন্ধন। আগে দিত ছয় পুত্রে করিতে ভোজন।। ভাইদের উচ্ছিষ্ট রামুকে খেতে দেয়। বধূদের উচ্ছিষ্ট লয়ে সাবিত্রীকে দেয়।। একদা সাবিত্রী তার স্বামীর গোচরে। সব কথা জানাইল ব্যথিত অন্তরে।। পরীক্ষা করিয়া রামু জানিতে পারিল। সব সত্য কথা যাহা সাবিত্রী বলিল।। বুঝিতে পারিল রামু অর্থ নাহি যার। এ সংসারে জন্ম বিফল হয় তার।। বিদেশে যাইব রামু সাবিত্রীরে বলে। শুনিয়া সাবিত্রী তাহা ভাসে আঁখিজলে।। দেশে দেশে ঘুরি রামু এক দেশে এল। ধনী সদাগর সঙ্গে তার দেখা হ'ল।। রামুকে সে সদাগর চাকুরী যে দিল। রামুর বুদ্ধিতে ব্যবসা প্রচুর বাড়িল।। ব্যবসায় অংশীদার রামুকে করিল। ক্রমশঃ উন্নতি তার হইতে লাগিল।। প্রত্যেক মাসেই রামু সাবিত্রীর নামেতে। পাঠাতে লাগিল টাকা আপন বাড়ীতে।। সেই টাকা সাবিত্রী কখনো নাহি পেত। ছয় ভাই সে টাকা গোপনে লইত।। ছ' জায়ের কথামত সাবিত্রী খাটিত। তবুও সে পেট ভরে খেতে নাহি পেত। শাশুড়ীর অত্যাচার নাহি আর সয়। কাষ্ঠলাগি রোজ তারে বনে যেতে হয়। একদিন নিদ্রা তার আসে আচম্বিতে। জ্যোতির্ময়ী দেবী এক দেখিল স্বপ্নেতে।। বলে আমি মা সন্তোষী পূজা কর মোরে। তার ফলে দুঃখ কষ্ট সব যাবে দূরে।। পতি ফিরে পাবে বলি অন্তর্ধান কৈল। স্বপ্নভঙ্গে সাবিত্রী যে উঠিয়া বসিল।। মন্দির দেখি সাবিত্রী সেই স্থানে যায়। দেখে স্বপ্নে দেখা দেবী বিরাজে তথায়।। ব্রতবিধি জানিয়া সাবিত্রী ব্রত করে। সন্তোষী মা প্রসন্না হলেন তার পরে।। হেথা স্বপ্নাদেশ দেবী করেন রামুরে। শীঘ্র করি ওরে রামু ফিরে যাও ঘরে।। দেবীর আদেশে রামু দোকানেতে গেল। সেই দিন লাভ তার দশগুণ হ'ল।। বহু অর্থ লয়ে রামু ফিরে আসে ঘরে। ভক্তিভরে প্রণাম সে করিল মাতারে।। পত্নীরে দেখিয়া রামু হইল বিস্মিত। পত্নীমুখে সব শুনি হইল দুঃখিত।। রামু ও সাবিত্রী পূজে সন্তোষী মাতারে। ধনৈশ্বর্য তাহাদের দিনে দিনে বাড়ে।। ব্যবসা করিয়া রামু উন্নতি করিল। যথাকালে তাহাদের এক পুত্র সন্তান হ'ল।। ছয় ভাই ছয় জায় মন্ত্রণা করিল। রামুকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা কৈল।। সন্তোষী মাতার কৃপা ছিল তার পরে। সে কারণে ক্ষতি কেহ করিতে না পারে।। সন্তোষী মাতার ব্রত করে যেই জন। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করে সেই জন।। টক দ্রব্য শুক্রবারে কভু না খাইবে। সন্তোষী মাতার কৃপা অবশ্য পাইবে।। সন্তোষীর ব্রতকথা হৈল সমাপন। উলুধ্বনি দাও সবে যত বামাগণ।। জয় জয় সন্তোষী মাতা তুমি গো কল্যাণী। তোমার কৃপায় সব সুখী হয় জানি।।

—অথ শ্রীশ্রীসন্তোষী মাতার ব্রতকথা সমাপ্ত—

ইতুপূজার ব্রতকথা

ব্রতের নিয়ম—কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে একটি পরিষ্কার সরায় মাটি দিয়া ঘটস্থাপন পূর্বক তাহার চারপাশে ধান, হলুদ, মানকচু গাছ একটি করিয়া বসাইতে হয়। সরিষা, মটর, শুসনী, কলমী ও পাঁচটি ছোট বটের ডাল দিতে হয়। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার পূজা করিয়া সংক্রান্তির দিন গঙ্গা, নদী বা পুষ্করিণীতে ইতু বিসর্জন করিতে হয়।

ব্রতের উপকরণ—ফুল, দূর্বা, বেলপাতা, সিন্দূর, তিল, হরীতকী, ধূপ, প্রদীপ নৈবেদ্য ও সেয়াকুল।

ব্রতকথা—একগ্রামে ছিল এক ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ। বহুকষ্টে ভিক্ষা করি কাটাত জীবন।। উম্‌নো ঝুম্‌নো তাদের দুই মেয়ে ছিল। পিঠে খেতে ব্রাহ্মণের মনে সাধ হ'ল।। ভিক্ষা করি ব্রাহ্মণ পিঠের যোগাড় করে। সন্ধ্যাকালে আনি তাহা দিল ব্রাহ্মণীরে।। রাত্রিতে ব্রাহ্মণী পিঠে করিতে লাগিল। গৃহপার্শ্বে বসি বামুন গুণিতে লাগিল।। পিঠে তৈরী হলে বামুন বসিল খাইতে। ব্রাহ্মণী আনিয়া পিঠে দিল তার পাতে।। দুই খানি পিঠে কম হইতে দেখিয়া। রাগেতে ব্রাহ্মণ যেন উঠিল জ্বলিয়া।। ভয় পেয়ে ব্রাহ্মণী তবে বলে বামুনেরে। দু'টি পিঠে দিছি আমি দুইটি কন্যারে।। একদা ব্রাহ্মণ আসি ব্রাহ্মণীরে কয়। কন্যাদ্বয়ে লয়ে যাব পিসীর আলয়।। শুনিয়া ব্রাহ্মণী খুব দুঃখিত হইল। স্বামীর ওপরে কিছু বলিতে নারিল। কন্যা দু'টি লয়ে দ্বিজ পথ বাহি যায়। হাঁটিতে হাঁটিতে শেষে দুপুর গড়ায়। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হৈল কন্যাদ্বয়। ক্লান্ত হয়ে বসে তারা বৃক্ষের তলায়।। অবশেষে কন্যা দু'টি ঘুমায়ে পড়িল। বামুন সুযোগ পেয়ে সে স্থান ছাড়িল।। নিদ্রাভঙ্গে কন্যাদ্বয় লাগিল ভাবিতে। কোথা পিতা বলি তারা লাগিল ডাকিতে।। উম্‌নো বলে বাবাকে বুঝি বাঘেতে খেয়েছে। ঝুম্‌নো বলে পিতা মোদের ত্যাগ করে গেছে।। পিঠে খেয়েছিনু মোরা সেই ক্রোধবশে। নিষ্ঠুর মোদের পিতা দিল বনবাসে।। প্রভাত হইল নিশি হইল সকাল। পিঠে খেয়ে দু'বোনের এতেক জঞ্জাল। কোন্ দিকে যাবে তারা লাগিল ভাবিতে। ঘন ঘন চারিদিকে লাগিল দেখিতে। পথে যেতে যেতে তারা দেখে কিছু দূরে। কতগুলি মেয়ে সেথা কিবা পূজা করে।। উম্‌নো

ঝুম্‌নো দুই বোন সেই স্থানে গেল। অমনি ইতুর ঘট উলটি পড়িল॥ কন্যাগণ বলে রাগে হইয়া অস্থির। কে তোমরা অলক্ষ্মী হেথা হয়েছ, হাজির॥ উম্‌নো ঝুম্‌নো সব কথা বলে কন্যাগণে। শুনি সব কন্যাদের দুঃখ হয় মনে॥ কন্যাগণ বলে তবে শুনো মন দিয়া। ইতুব্রত কর দুঃখ যাইবে ঘুচিয়া॥ উম্‌নো ঝুম্‌নো শুনি তাহা ত্বরা স্নান করে। কন্যাগণ সঙ্গে তারা ইতুব্রত করে॥ ব্রত শেষে ইতু পাশে বলে দুই বোন। বাপ মার দুঃখ ইতু কর বিমোচন॥ ধন-ধান্যে গৃহ যেন পূর্ণ হয়ে যায়। বর দাও সব ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়॥ ঘট লয়ে দুই বোন যায় গৃহ পানে। গৃহে আসি দাঁড়াইল বাড়ির উঠানে॥ ধনৈশ্বর্য পেয়ে দ্বিজ ইতুর কৃপাতে। অট্টালিকা মাঝে বাস করে আনন্দেতে॥ কন্যাদ্বয়ে দেখি দ্বিজ লাগিল বলিতে। এতদিন পরে তোরা এলি কোথা হতে॥ পিতৃবাক্য শুনি কন্যাদ্বয় অভিমানে। বলে ধনী হইয়াছ মোদের কারণে॥ ইতুব্রত করি মোরা অতি ভক্তিভরে॥ তাই তুমি রহিয়াছ সুখের মাঝারে॥ অতএব ইতুব্রত কর ভক্তিভরে॥ শোক-দুঃখ রোগ ব্যাধি রবে না সংসারে॥ এতক্ষণ ব্রাহ্মণী তার গৃহ মধ্যে ছিল। কণ্ঠরব শুনি মাতা উঠানে আসিল॥ মাতৃস্নেহে কন্যাদ্বয়ে লইল বক্ষেতে। আনন্দ-অশ্রুতে বক্ষ লাগিল ভাসিতে॥ কন্যাদ্বয় বলে মাতা করি নিবেদন। ভক্তিভরে ইতুব্রত করহ পালন॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণী তাহা অতি ভক্তিভরে। ইতুব্রত করে সবে প্রতি রবিবারে॥ ইতুর কৃপায় সব দুঃখ দূরে গেল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজ ঐশ্বর্য পাইল॥ উম্‌নোর বিভা হৈল রাজপুত্র সাথে। ঝুমনোর বিভা হয় মন্ত্রীপুত্র সাথে॥ যথাকালে ব্রাহ্মণের এক পুত্র হয়॥ রূপবান গুণবান সর্বগুণময়॥ সবে মিলি ইতুব্রত করিতে লাগিল। দিনে দিনে ধনৈশ্বর্য বাড়িতে লাগিল॥ যেই নারী এই ব্রত করে ভক্তিভরে। অভাব রহে না কিছু তাহার সংসারে॥ ভক্তিভরে ব্রতকথা যেই জন শোনে। রোগ-শোক-দুঃখ তার রহে না ভবনে॥ ইতুব্রত কথা হেথা হৈল সমাপন। সবে মিলি কর সবে শ্রীহরি স্মরণ॥

—অথ ইতুপূজার ব্রতকথা সমাপ্ত—

বিপত্তারিণীর ব্রতকথা

ব্রতের নিয়ম—আষাঢ় মাসের শুক্লা তৃতীয়া থেকে নবমী তিথির মধ্যে যে কোন শনিবার বা মঙ্গলবারে এই ব্রত করিতে হয়। যথারীতি ঘট স্থাপন করে, পুরোহিত ব্রাহ্মণের দ্বারা বিপত্তারিণীর পূজা করাতে হয়। সাধ্যমত তাঁকে দান ও দক্ষিণা দিতে হয়।

ব্রতের উপকরণ—ঘট, আম্রপল্লব, সশীষ ডাব, নৈবেদ্য একটি, তেরো রকম ফুল, তেরো রকম ফল দু'ভাগ করে কেটে দিতে হয়। একটি চুবড়িতে তেরোটি গোটাফল, তেরো গাছি লালসূতা, তেরোটি দূর্বা, তেরোটি পান ও তেরোটি সুপারী দিতে হয়।

অতিরিক্ত নিয়ম—ব্রতের আগের দিন হবিষ্য বা নিরামিষ আহার করতে হয়। ব্রতের দিন পূজা-শেষে ব্রতকথা শুনে, সেই আসনে বসেই ফল-মূল ও মিষ্টান্ন, কিংবা লুচি-পুরি খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করতে হয়। লাল সুতোয় তেরোটি গাঁট ও দূর্বা দিয়ে পুরুষদের ডান হাতে এবং মেয়েদের বাম হাতে বাঁধতে হয়। পুরোহিতকে ফল-মূল ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিতে হয়।

ব্রতের ফল—এই ব্রতপালন করলে সংসারের সকল বিপদ কেটে যায়।

ব্রতকথা—বিদর্ভ দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাণী খুব ভক্তিমতী ও স্বামীভক্তি-পরায়ণা। রাণী নিষ্ঠা-সহকারে বিপত্তারিণীর ব্রত করলেন। এক মুচিনীর সঙ্গে তিনি সই পাতিয়েছিলেন। মুচিনীকে তিনি প্রায়ই নানারকম ফল ও খাদ্যদ্রব্য উপহার দিতেন। মুচিনী খুব গরীব, তবু তার খুব ইচ্ছা রাণীকে কিছু দেয়। রাণী রোজই বলেন যে, একদিন তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেব। কিন্তু চাওয়া আর হয় না। হঠাৎ একদিন রাণী বললেন—তোমরা তো গো-মাংস রান্না কর। একদিন একটু নিয়ে এসো, দেখবো কি রকম।

মুচিনী রাণীর কথা শুনে খুব খুশী। খুব যত্ন করে সে গো-মাংস রাঁধলো। তারপর কাপড় চাপা দিয়ে রাজবাড়ীতে এনে রাণীকে বললে—গো মাংস এনেছি। রাণী তো আর খাবেন না, শুধু দেখবেন। তাই যত্ন করে ঢাকা দিয়ে রাখলেন।

এদিকে হয়েছে কি, মুচিনী গোপনে গো-মাংস আনলো বটে, কিন্তু রাজবাড়ীর একটি চাকর তা দেখতে পেয়ে গেল। সে রাজাকে এসে সব কথা বলতেই রাজা এসে রাণীকে বললেন—মুচিনী তোমাকে কি দিয়ে গেছে? যদি আপত্তিকর কিছু সে রেখে গিয়ে থাকে, তাহলে আমি তোমার শিরশ্ছেদ করবো। রাণী বিপদে পড়ে, ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে একমনে মা বিপত্তারিণী দুর্গাকে ডাকতে লাগলেন। মা বিপত্তারিণী দুর্গা ভক্তের আকুল কান্নায় স্থির থাকতে পারলেন না, রাণীর কানে কানে বললেন—দেখগে সব ফুল হয়ে গেছে।

রাণী তখন রাজাকে সেই ফুল এনে দেখালেন। রাজা চাকরকে তিরস্কার করলেন। মা বিপত্তারিণী দুর্গার কৃপায় রাণীর বিপদ কেটে গেল। সেই থেকে এই ব্রতের কথা চারিদিকে প্রচার হলো।

—অথ বিপত্তারিণীর ব্রতকথা সমাপ্ত—

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের ব্রতকথা

ব্রতের নিয়ম—এই ব্রতে কোনও তিথি নক্ষত্রের নিষেধ নাই। যে কোনও লোক প্রদোষকালে এই ব্রত করিতে পারে। নারী-পুরুষ, কুমার-কুমারী সকলেই এই ব্রত করিতে পারে। পূর্ণিমা বা সংক্রান্তি এই ব্রতের প্রসিদ্ধ দিন। উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

TRADE MARK REGISTERED ®

©বেণীমাধব®শীল®

ব্রতের উপকরণ—ঘট, আম্রপল্লব, ডাব বা কলা, গামছা, সিন্দুর, গঙ্গামাটি, ধান, পিঁড়ে বা চৌকী, পাতন বস্ত্র,তীরকাঠি, পান, কলা, সন্দেশ বা বাতাসা, পয়সা, ফুলের মালা, পতাকা, ফুলের তোড়া, ছুরি, তিল, হরীতকী, ফুল, তুলসী, দূর্বা, বেলপাতা, ধূপ, দীপ, পূজার বস্ত্র, গামছা, আসনাঙ্গুরীয়, মধুপর্কের বাটি, দধি, মধু, গব্যঘৃত, সিন্নির সামগ্রী নানাপ্রকার ফল কুচা, নৈবেদ্য, মিষ্টান্ন, দধি, গোময়, গোরোচনা, দক্ষিণা।

ব্রতের ফল—যে কোনও বয়সের নর-নারী এই ব্রত করিতে পারে। এই ব্রত করিলে সংসারে কোনও প্রকার দুঃখ কষ্ট থাকে না। মনের সমস্ত কামনা-বাসনা নারায়ণ পূর্ণ করেন।

ব্রতকথা—প্রথমে বন্দিনু আমি দেব গজানন। সর্বসিদ্ধিদাতা আর বিঘ্ন বিনাশন।। হর-গৌরী বন্দিনু বিরিঞ্চি নারায়ণ। বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি বন্দি মুনিগণ।। প্রণমিনু সত্যপীর নিয়ৎ হাসিন। যাঁহার কৃপায় হয় ভুবন অখিল।। লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দি কালী করালিনী। সত্যপীর উপাখ্যান অপূর্ব কাহিনী।। শুন শুন সর্বজন হয়ে এক চিত। যার যে পাইবে বর মনে বাঞ্ছিত।। গরীব ব্রাহ্মণ এক ছিল মথুরায়। ভিক্ষা করি কাটে কাল সুখ নাহি পায়।। একদিন সেই দ্বিজ ভ্রমিয়া নগর। কিছু না পাইয়া ভিক্ষা হইল কাতর।। বৃক্ষতলে এসে বিপ্র বিষাদিত মনে। কান্দিতে লাগিল দ্বিজ ভিক্ষার কারণে।। কান্দিতে কান্দিতে দ্বিজ হইল অস্থির। দেখিয়া দয়ার্দ্র বড় হৈল সত্যপীর।। দয়াময় প্রভুদেব সত্যনারায়ণ। ফকিরের বেশে তারে দিল দরশন।। দ্বিজে কয় নারায়ণ, শুন মহাশয়। কি কারণে কাঁদ তুমি বসিয়া হেথায়।। দ্বিজ বলে, কি হইবে বলিলে তোমায়। ফকির বলেন দ্বিজ ক্ষতি কিবা তায়।। দ্বিজ বলে নিত্য আমি ভিক্ষা মাগি খাই। আজ না পাইনু ভিক্ষা দুঃখ ভাবি তাই।। ফকির কহিল, দ্বিজ যাও নিজ ঘরে। আমারে পূজহ তব দুঃখ যাবে দূরে।। দ্বিজ বলে, নিত্য পূজি শিলা নারায়ণ। তাহা ভিন্ন না করিব ম্লেচ্ছ আচরণ।। হাসিয়া ফকির বলে, শুন দ্বিজবর। পুরাণ কোরাণে কিছু নাহি মতান্তর।। রাম ও রহিমে জেনো নাহি ভেদাভেদ। ত্রিজগতে এই দুই জানিবে অভেদ।। এত বলি নিজমূর্ত্তি ধরে জগন্নাথ। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চারি হাত।। মূর্ত্তিহেরি দ্বিজবর পড়িল ধরণী। করিল প্রচুর স্তব গদগদ বাণী।। দেখিতে দেখিতে পুনঃ ফকির হইল। দেখি তাহা দ্বিজবর বিস্মিত হইল। ব্রাহ্মণ বলেন, প্রভু পূজিব তোমায়। পূজার পদ্ধতি কিবা বল হে আমায়।। ফকির বলিল, তবে শুন দ্বিজবর। পূজার পদ্ধতি যথা বলি অতঃপর।। বলিতে লাগিল প্রভু ব্রাহ্মণের তরে। গম কিংবা তণ্ডুল-চূর্ণ সওয়া সেরে।। সওয়া ছড়া কলা করিবে আয়োজন। সওয়া গণ্ডা গুবাক আর পন সওয়া পান।। সওয়া সেরা চিনি কিংবা গুড় আর ক্ষীর। তাহাতে সন্তুষ্ট হই আমি সত্যপীর।। চিনি আর ক্ষীর দিতে যার নাই শক্তি। দুগ্ধ আর গুড় দিয়ে করিবে ভক্তি।। বসিবে সকল ভক্ত হয়ে একমন। এক মনে ভক্তিভরে করিবে পূজন।। পূজা অন্তে ব্রতকথা শুনিবে শ্রবণে। ভক্তিতে পূজা কর শাস্ত্রের বিধানে।। সত্যপীর বলি সবে মাথে দিবে হাত। নারায়ণ বলিয়া করিবে প্রণিপাত।। প্রসাদ লইবে সবে শাস্ত্রের বিধান। এত বলি নারায়ণ হ'ন অন্তর্ধান।। ভক্তিভাবে দ্বিজবর হয়ে হরষিত। কিছু ভিক্ষা করি গৃহে হ'ন উপনীত।। ব্রাহ্মণী শুনিয়া সব হয়ে আনন্দিত। পূজা হেতু আয়োজন করে বিধিমত।। ভক্তিভাবে পূজে দ্বিজ নারায়ণ পদ। প্রভুর কৃপায় দ্বিজ লভিল সম্পদ।। কাঠুরিয়াগণ সবে বিস্ময় মানিল। ভক্তিভরে ব্রাহ্মণেরে জিজ্ঞাসা করিল।। ব্রাহ্মণ তাদের বলে বিধান সমস্ত। কাঠুরিয়া পূজিবারে হৈল বড় ব্যস্ত।। সিন্নি যে করিল তারা বিধি সহকারে। দুঃখ দূর হইল আনন্দ ঘরে ঘরে।। অতঃপর সদানন্দ সাধু একজন। কাঠুরের সম্পদ দেখিয়া হৃষ্টমন।। জিজ্ঞাসিয়া সবকথা জানিতে পারিল। শুনিয়া সাধুর মনে ভক্তি উপজিল।। সাধু বলে অপ্রতুল নাহি অন্যধনে। কন্যা নাই দুঃখ তাই সদা উঠে মনে।। যদ্যপি আমার এক জনমে তনয়া। সত্যদেব পূজা করি আনন্দিত হৈয়া।। এত বলি গেল সাধু অঙ্গীকার করি। যথাকালে জন্মে কন্যা পরমাসুন্দরী।। সত্যনারায়ণ পূজা সে সাধু ভুলিল। যথাকালে কন্যাটির বিবাহ যে দিল।। অতঃপর সাজাইল সপ্তমধুকর। জামাতা সহিত সাধু চলিল সত্বর।। দক্ষিণ পাটনে রাজা নাম কলানিধি। সেই রাজ্যে সদাগরে মিলাইল বিধি।। রাজা সম্ভাষিয়া তাকে তরণী চাপিয়া। প্রমাদ ঘটিল তার সিন্নি নাহি দিয়া।। রাজার ভাণ্ডার মাঝে ধনাদি যা ছিল। রাত্রিতে আসিয়া সাধুর তরী পূর্ণ হল।। ছল পেয়ে রাজা তার তরী লুঠ করে। শ্বশুর জামাতা লয়ে রাখে কারাগারে।। রাজাদেশে কোটাল মশানে লয়ে যায়। পাত্র অনুরোধে তারা উভে প্রাণ পায়।। কারাগারে বন্দী থাকে শ্বশুর জামাই। কি কহিব উভয়ের দুঃখের সীমা নাই।। এখানে সাধুর পত্নী আর তার সুতা। পতির বিলম্ব দেখি মহা শোকযুক্তা।। সঙ্গতি বিনষ্ট হৈল পড়িল দুঃখেতে। দাসীত্ব করিয়া খায় পরের গৃহেতে।। একদিন সাধুকন্যা বেড়াইতে গিয়া। আনন্দিত দ্বিজ-গৃহে সিন্নি দেখিয়া।। সব শুনি কন্যা সেথা মানত করিল। পিতা আর পতি-আশে কামনা করিল।। শ্বশুর জামাতা যেথা বন্দী কারাগারে। নারায়ণ স্বপ্নে কন সেই নৃপবরে।। শুন ওহে মহারাজ আমার বচন। কলিকালে পূজী আমি সত্যনারায়ণ।। সদাগর দুইজন শ্বশুর জামাই। বিনাদোষে বন্দী আছে তোমারে জানাই।। প্রভাত হইলে তুমি দুই সদাগরে। দশগুণ ধন দিয়া তুষিবে আদরে।। এত বলি ধরিলেন আপন মূরতি। স্বপ্ন দেখি চমকিয়া উঠিল নৃপতি।। মুক্ত করি সদাগরে বহুধন দিল। তরী পূর্ণ করি রাজা বিদায় করিল।। বুঝিতে সাধুর মন সত্যনারায়ণ। ফকিরের বেশে পথে দিল দরশন।। ফকির বলেন, শুন ওহে সদাগর। ফকিরেরে কিছু ভিক্ষা দিয়া যাও ঘর।। শুনি সদাগর তারে অবজ্ঞা করিল। তরীর সামগ্রী যত তুষাঙ্গর হৈল।। দেখি তাহা সদাগর করে হায় হায়। ধরণী লোটায়ে ধরে ফকিরের পায়।। অবশেষে ফকির তাহারে কৃপা কৈল। ধনৈশ্বর্যে তরী পুনঃ পরিপূর্ণ হৈল।। উতরিল ঘাটে সাধু হৈল কোলাহল। সাধুর রমণী কন্যা শুনি কুতূহল।। তরীর সামগ্রী যত ভাণ্ডারেতে লৈয়া। সিন্নি করিল সাধু আনন্দিত হৈয়া।। সকলে প্রসাদ নিল যোড় করি পাণি। প্রসাদ ভূমিতে ফেলে সাধুর নন্দিনী।। তাহা দেখি সত্যদেব কুপিত হইল। জামাতা সহিত তরী জলেতে ডুবাল।। হাহাকার করে সবে পড়িয়া ভূমেতে। শুনি সাধু কন্যা যায় ডুবিয়া মরিতে।। হেনকালে দৈববাণী হৈল আচম্বিত। সিরনি ফেলিয়া কন্যা কৈল বিপরীত।। শুনি কন্যা সেই সিন্নি চাটিয়া খাইল। জামাতা সহিত তরী ভাসিয়া

বেণীমাধব নামের পরে শীল পদবী দেখিয়া কিনুন

উঠিল।। তরীর সকল দ্রব্য ভাণ্ডারেতে আনি। করিলেক সওয়া সের সোনার সিরনী। স্বপ্নে কহিলেন দেব, শুন সাধু তুমি। সোনা হতে আটায়, সন্তোষ হই আমি। স্বপ্ন দেখি সদাগর পরম হরিষে। আটার সিন্নী করি পূজে সবিশেষে।। ক্রমেতে প্রচার হ'ল সবার আলয়। ভক্তিভরে পূজিলেই আশা পূর্ণ হয়।। একমনে শুনে কিংবা পূজে নারায়ণ। সর্বদুঃখ দূরে যায় শাস্ত্রের বচন।। সিন্নি মেনে যেই জন হয় দুই মনা। কদ্যাপি না হয় সিদ্ধ তাহার কামনা।।

—অথ সত্যনারায়ণের ব্রতকথা সমাপ্ত—

শনিদেবের ব্রতকথা

ব্রতের নিয়ম—শনিবার সন্ধ্যাকালে ঘরের বাহিরে উঠানে এই ব্রত করিতে হয়। ইহাতে সত্যনারায়ণ পূজার ন্যায় সিন্নি দেওয়া হয়। সারাদিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যায় শনিদেবের পূজার শেষে ব্রতকথা শুনিয়া নির্মাল্য প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

ব্রতের উপকরণ—উৎকৃষ্ট ফল ৫টি, পান, সুপারী, কালোপাড় ধুতি, লোহার আসনাঙ্গুরীয়, মধুপর্কের বাটি, মাষকলাই, কালো তিল, নীল অপরাজিতা ফুল, নৈবেদ্য, মিষ্টান্ন, ধূপ-দীপ, সিন্নির জন্য—আটা, দুগ্ধ, গুড়, কলা, বাতাসা, কালো মাটির ঘট বা লোহার ঘট, পুষ্প, গঙ্গাজল ও গঙ্গামৃত্তিকা ইত্যাদি।

ব্রতের ফল—এই ব্রত করিলে শনিদেব সুপ্রসন্ন হন। সংসারে আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট দূর হইয়া সংসার শান্তিময় হয়। শনিদেবের কৃপায় সর্বপ্রকার গ্রহদোষ কাটিয়া যায়।

পূজাবিধি—আচমনাদি সমাপন করিয়া স্বস্তি বাচন ও সঙ্কল্প করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজান্তে যথাবিধি ঘটস্থাপনাদি করিয়া শনিদেবের ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

ধ্যান—ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্। উদ্ববাণং শূলং ধনুর্হস্তং সমাহূয়েৎ। যমাধিদৈবতং দেবং প্রজাপতি প্রত্যধিদৈবতম্।

পূজামন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।

প্রণাম মন্ত্র—ওঁ নীলাঞ্জনচয়ং প্রখ্যং রবিসূতং মহাগ্রহম্। ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্।

অতঃপর নবগ্রহ, দশদিকপাল, ছায়া, সবর্ণা, কালী, শিব, যম ও প্রজাপতির পূজা করিয়া পরে শনির পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। শেষে—'ওঁ গৃধ্রায় নমঃ' মন্ত্রে গৃধ্রের পূজা করিবেন।

ব্রতকথা—শ্রীহরি নামেতে এক ছিল যে ব্রাহ্মণ। নিত্য ভিক্ষা করি করে উদর পূরণ।। দিবা রাত্র কৃষ্ণনাম জপে অকপটে। অন্তরে সদাই সুখী অন্ন নাহি পেটে।। হেনকালে তার এক পুত্র জনমিল। পুত্র মুখ দেখি দ্বিজ বিষাদে ভাসিল।। ভিক্ষা করি দ্বিজসেবা পুত্র রক্ষা করে। সুমঙ্গল বলি নাম রাখিল পুত্রেরে।। অত্যন্ত মেধাবী পুত্র সবে গুণ গায়। অল্পদিন মধ্যে শিশু শিখে সমুদয়।। শাস্ত্র আলোচনা করি শাস্ত্রজ্ঞ হইল। পণ্ডিত বলিয়া তারে সকলে জানিল।। মনে মনে সুমঙ্গল হরিকে ডাকিল। গৃহ ছাড়ি নানা তীর্থে ঘুরিতে লাগিল।। আচম্বিতে এক স্থানে করিল শ্রবণ। পিতা-মাতা পরলোকে করেছে গমন।। শুনি তাহা গয়াধামে করিয়া গমন। বিষ্ণুপাদ-পদ্মে শিশু করিল অর্পণ।। কালবশে ঘটে যাহা কে করে খণ্ডন। শনির দৃষ্টিতে পড়ে দ্বিজের নন্দন।। ভ্রমিতে ভ্রমিতে দ্বিজ যায় বহুদূরে। শেষে উপস্থিত হয় বিদর্ভ নগরে।। রাজার সভায় দ্বিজ উপস্থিত হৈল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা অভ্যর্থনা কৈল।। রাজার নিকটে দ্বিজ দেয় পরিচয়। সুমঙ্গল নাম মোর ওহে মহাশয়।। অতি দুঃখী হই আমি নাহি পিতা-মাতা। নানা দেশ ভ্রমি আমি থাকি যথা তথা।। শ্রীবৎস রাজন্ বলে, চিন্তা দূর কর। আমার আশ্রয়ে থাকি মোরে কৃপা কর।। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তুমি বুঝি অনুমানে। শাস্ত্রপাঠে তুষ্ট কর সভাসদগণে।। দুই পুত্র আছে মোর শুন হে ব্রাহ্মণ। পড়াইব তব কাছে করিয়াছি মন।। রাজার বাক্যেতে দ্বিজ সন্তুষ্ট হইল। রাজার আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল।। দুই রাজপুত্রে দ্বিজ অতি যত্ন করে। নিত্যই পড়ায় দ্বিজ রাজার কুমারে।। এইরূপে কিছুদিন বিগত হইল। পড়ুয়া বেশেতে শনি উপস্থিত হইল।। শনিরে জিজ্ঞাসে দ্বিজ, শুন বাছাধন। কিবা হেতু হেথা তব হয় আগমন।। শনি বলে, এনু শাস্ত্র অধ্যয়ন তরে। দ্বিজ বলে, যত্ন করি পড়াব তোমারে।। অল্পদিন মধ্যে শনি সুপণ্ডিত হৈল। সুমঙ্গল পরিচয় জানিতে চাহিল।। শনি বলে, পরিচয় কিবা দিব আর। শনৈশ্চর নাম মোর সূর্যের কুমার।। সুমঙ্গল বলে যদি দেখা দিলে মোরে। কিসে দুঃখ দূরে যাবে বল হে আমারে।। আমার উপরে আছে তোমার কটাক্ষ। কিসে যাবে বল প্রভু হইয়া স্বপক্ষ।। শনি বলে, ভোগকাল ছয়মাস আছে। দশদণ্ড মধ্যে যাবে না আসিবে কাছে।। সপ্তম দিবসে গিয়া ভগীরথী তীরে। একান্ত মনেতে দ্বিজ ভজ মুরারীরে।। এত বলি শনিদেব অন্তর্ধান হৈল। সুমঙ্গল আর তার দেখা না পাইল।। শনি আজ্ঞামত দ্বিজ গিয়া গঙ্গাতীরে। নারায়ণে ভজে দ্বিজ একান্ত অন্তরে।। দশদণ্ড পূর্ণ হৈল মনেতে বিচারি। উঠি দাঁড়াইল দ্বিজ বলিয়া শ্রীহরি।। কিন্তু দশদণ্ড পূর্ণ না হয় তখন। তার পূর্বে চলে আসে আপন ভবন।। তাহা দেখি শনিদেব কুপিত হইল। দুই রাজপুত্রে শনি হরণ করিল।। পুনঃ মায়া বলে দুই শিশু মুণ্ড গড়ি। দ্বিজের নিকটে শনি যান তাড়াতাড়ি।। হেথা দ্বিজ চক্ষু বুজি শ্রীহরিরে স্মরে। মুণ্ড দুটি ফেলে তার উরুর উপরে।। হেথা নিদ্রা যোগে রাজা দুঃস্বপ্ন দেখিল। পাত্রমিত্র লয়ে রাজা গঙ্গাতীরে গেল।। দেখিয়া দ্বিজের কোলে পুত্র মুণ্ডদ্বয়। হাহাকার করি রাজা ধূলায় লুটায়।। রাজাদেশে দূতগণ বাঁধে ব্রহ্মাণেরে। শৃঙ্খলে বন্ধন করি রাখে কারাগারে।। কারাগারে বসি দ্বিজ কাঁদিতে লাগিল। বিপদহন্তা মধুসূদনে স্মরিতে লাগিল।। অতঃপর ঘটে এক বিচিত্র ঘটন। দশদণ্ড বেলা পূর্ণ হইল যখন।। শোকেতে কাতর রাজা ছিলেন যেখানে। হেনকালে দুই পুত্র আসিল সেখানে।। রাজা বলে, কোথা ছিলে হৃদয়ের ধন। শয্যা পরে ছিনু পিতা করিয়া শয়ন।। পুত্রদের

TRADE MARK REGISTERED ®

©বেণীমাধব শীল®

বাক্যে রাজা আশ্চর্য হইল। আদ্য অন্ত কিছু তার বুঝিতে নারিল।। ব্রাহ্মণের কথা এবে পড়ে গেল মনে। না বুঝিয়া কত কষ্ট দিনু সে ব্রাহ্মণে।। রাজাদেশে দূত গিয়া আনিল বিপ্রেরে। জীর্ণ শীর্ণ কলেবর কাঁদেন কাতরে।। বিনয় বচনে রাজা করে তার স্তুতি। সব অপরাধ ক্ষমা কর মহামতি। কৃপা করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন। তব ক্রোড়ে কার মুণ্ড করেছি দর্শন।। দ্বিজ বলে, মহারাজ কিছুই না জানি। শনি কোপে কষ্ট পাই এইমাত্র মানি।। রাজা বলে, যদি পাই শনি-দরশন। ষোড়শোপচারে তাঁর করিব পূজন।। নৃপবাক্য শুনি দ্বিজ করিল গমন। শনির নিকটে সব করে নিদেবন।। শুনিয়া সকল কথা শনিদেব এল। শনিদেবে দেখি রাজা প্রণাম করিল।। রাজা বলে যদি প্রভু এলে কৃপা করে। পূজার বিধান তবে বল প্রভু মোরে।। শনি বলে, পূজাবিধি শুনহে রাজন। যেরূপে করিবে মোর পূজা আয়োজন। শুদ্ধভাবে শুদ্ধমনে আমার বারেতে। করিবে আমার পূজা একান্ত মনেতে।। নীলবস্ত্র কৃষ্ণতিল আর তৈল দিবে। মাষকলাই আর মোষ সংগ্রহ করিবে।। কৃষ্ণবর্ণ ঘট এক করিয়া স্থাপন। পঞ্চজাতি ফল-ফুলে করিবে অর্চন।। এই মোর পূজাবিধি কহিলাম সার। ভক্তিই প্রধান জেনো কি কহিব আর।। পূজা-শেষে ভক্তিভরে করিবে প্রণাম। নবগ্রহ স্তোত্র পাঠে লইবেক নাম।। আমার প্রসাদ খাবে করিয়া যতন। সর্বপাপ দূরে যাবে আমার বচন।। অভক্তি করিয়া যেবা প্রসাদ খাইবে। অল্পদিনে শমনের ভবনে সে যাবে।। আমার পূজায় যেবা করে অনাদর। চিরকাল দুঃখ পেয়ে হইবে কাতর।। এত বলি শনিদেব হ'ন অদর্শন। ভক্তিভরে করে রাজা শনির পূজন।। প্রতি শনিবারে পূজা করে নৃপবর। বিপ্রগণে দান দিয়া তুষিল বিস্তর।। নৃপ-পাশে সুমঙ্গল বিদায় লইয়া। শনিদেবে পূজা করে গঙ্গাতীরে গিয়া।। এইরূপে পূজা প্রচারিল শনিদেবে। যাহার যেমন সাধ্য সে ভাবে পূজিবে।। শনির মাহাত্ম্য যত কে বর্ণিতে পারে। কিঞ্চিৎ রচিত হৈল শনিদেবের বরে।। সর্বদা শনির পদ থাকে যার মনে। উদ্ধারে বিপদ হতে পড়িলে শমনে।। শনির পাঁচালী যেবা রাখিবে ভবনে। কখনও না পড়ে সে বিপদ বন্ধনে।। শনি প্রণমিয়া যেবা নিজ কার্য্যে যায়। সমাদর করে তারে রাজার সভায়।। স্কন্দ পুরাণের কথা অন্যথা না হয়। যথাবিধি ব্যাসবাক্য কভু মিথ্যা নয়।। শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞানহীন বলে নিবারণ। ভূমিতে লুটিয়া বন্দি শনির চরণ।। এতদূরে এই গ্রন্থ সমাপন করি। শনৈশ্চর প্রীতে সবে বল হরি হরি।।

—অথ শনিদেবের ব্রতকথা সমাপ্ত—

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রতি বৃহস্পতিবারের ব্রতকথা

লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান—ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভিষাম্যসৌম্যয়ো। পদ্মসনাস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্।। গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাম্। রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।।

পূজামন্ত্র—শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চ্চনাৎ।।

প্রণাম মন্ত্র—ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।।

স্তব—ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে। যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা।। ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া। পদ্মা-পদ্মালয়া সম্পদ্প্রদা শ্রীঃ পদ্মধারিণী। দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ। স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারদিভিঃ সহ।।

ব্রতকথা—দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ। ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস।। লক্ষ্মী দেবী বামে লয়ে বসি নারায়ণ। কহিতেছেন নানা কথা সুখে আলাপন।। হেনকালে বীণা-হস্তে নারদ মুনিবর। লক্ষ্মী-নারায়ণে নমি কহিল

বিস্তর।। ঋষি বলে, মাগো তব কেমন বিচার। সর্বদা চঞ্চলা হয়ে ফির দ্বারে দ্বার।। মর্ত্যবাসী সদা তাই ভুগিছে দুর্গতি। ক্ষণেকের তরে তব নাহি কোথা স্থিতি।। অন্নাভাবে মাগো তারা সদা দুঃখ পায়। অন্ন বিনা সবাকার জীর্ণ শীর্ণ কায়।। নারদের বাক্য শুনি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। সঘনে নিঃশ্বাস ত্যজি কহে মৃদুবাণী।। কভু না কাহারও প্রতি আমি করি রোষ। মর্ত্যবাসী দুঃখ পায় নিজ কর্মদোষ।। যাও তুমি ঋষিবর ত্রিলোক-ভ্রমণে। ইহার বিধান আমি করিব যতনে।। অতঃপর চিন্তি লক্ষ্মী, নারায়ণে কয়। কিরূপে হরিব দুঃখ কহ দয়াময়।। হরি কহে, শুন সতী বচন আমার। মর্ত্যধামে লক্ষ্মীব্রত করহ প্রচার।। প্রতি বৃহস্পতিবারে মিলি যত এয়োগণে। সন্ধ্যাকালে পূজি কথা শুনিবে শ্রবণে।। বাড়িবে ঐশ্বর্য তাহে তোমার কৃপায়। দুঃখ-কষ্ট দূরে যাবে তোমার দয়ায়।। শ্রীহরির বাক্যে লক্ষ্মী আনন্দিত মনে। মর্ত্যধামে চলিলেন ব্রত প্রচারণে।। অবন্তী নগরে লক্ষ্মী হৈয়া উপনীত। দেখিয়া শুনিয়া হ'ন বড়ই স্তম্ভিত।। নগরের লক্ষপতি ধনেশ্বর রায়। অগাধ ঐশ্বর্য্য তার কুবেরের প্রায়।। সোনার সংসার তার শূন্য হিংসা দ্বেষ। প্রজাগণে পালিত সে পুত্র নির্বিশেষ।। এক অন্নে সাতপুত্র রাখি ধনেশ্বর। যথাকালে সসম্মানে গেল লোকান্তর।। পিতার মৃত্যুর পর সপ্ত-সহোদর। ভার্যার কুহকজালে হৈল স্বতন্তর।। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীদেবী ছাড়িল সবারে। সোনার সংসার সব গেল ছারখারে।। বৃদ্ধা ধনেশ্বর-পত্নী না পারি তিষ্ঠিতে। গহন কাননে যায় পরাণ ত্যজিতে।। হেনকালে ছদ্মবেশে দেবী নারায়ণী। বন মধ্যে উপনীত হলেন আপনি।। মধুর বচনে দেবী জিজ্ঞাসে বৃদ্ধারে। কি জন্য এসেছ তুমি গহন কান্তারে।। কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধা অতি দুঃখভরে। তাহার ভাগ্যের কথা বলিল লক্ষ্মীরে।। সহিতে না পারি আর সংসার যাতনা। ত্যজিব জীবন আমি করেছি বাসনা।। লক্ষ্মীদেবী বলে, শুন আমার বচন। আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন। গৃহে ফিরে গিয়া তুমি কর লক্ষ্মীব্রত। সব দুঃখ দূরে যাবে হবে পূর্বমত।। মনেতে লক্ষ্মীর মূর্তি করিয়া চিন্তন। একমনে ব্রতকথা করিবে শ্রবণ।। যেই গৃহে গুরুবারে লক্ষ্মীব্রত হয়। সেই

বেণীমাধব নামের পরে শীল পদবী দেখিয়া কিনুন

গৃহে থাকে লক্ষ্মী জানিও নিশ্চয়।। বলিতে বলিতে লক্ষ্মী নিজ মূর্তি ধরি। বৃদ্ধারে দর্শন দিল লক্ষ্মী কৃপা করি।। ভূমি লোটাইয়া বৃদ্ধা প্রণাম করিল। আনন্দিত মনে বৃদ্ধা গৃহেতে ফিরিল।। বধূদের ডাকি বৃদ্ধা করিল বর্ণন। যেরূপে ঘটিল তার দেবী দরশন।। ব্রতের বিধান সব বধূদের বলে। শুনি বধূগণ ব্রত করে কুতূহলে।। বধূদের লয়ে বৃদ্ধা করে লক্ষ্মীব্রত। হিংসা দ্বেষ স্বার্থ ভাব হৈল তিরোহিত।। মা লক্ষ্মী করেন তথা পুনরাগমন। অচিরে হইল গৃহ শান্তি-নিকেতন।। দৈবযোগে একদিন বৃদ্ধার আলয়ে। উপনীত এক নারী ব্রতের সময়ে।। ব্রতকথা শুনি তার ভক্তি উপজিল। লক্ষ্মীব্রত করিবারে মানস করিল।। স্বামী তার চিররুগ্ন অক্ষম অর্জনে। ভিক্ষা করি যাহা পায় খায় দুইজনে।। এই কথা চিন্তি নারী করিল কামনা। স্বামীরে নীরোগ কর চরণে বাসনা।। গৃহে ফিরি সেই নারী করে লক্ষ্মীব্রত। ভক্তিভরে সাধ্বী নারী পূজে বিধিমত।। দেবীর কৃপায় তার দুঃখ হৈল দূর। পতি হৈল সুস্থ দেহ, ঐশ্বর্য্য প্রচুর।। কালক্রমে শুভদিনে জন্মিল তনয়। সংসার হইল তার সুখের আলয়।। এইরূপে লক্ষ্মীব্রত করে ঘরে ঘরে। প্রচারিত হয় ক্রমে অবন্তী নগরে।। শুন শুন এয়োগণ অপূর্ব ব্যাপার। ব্রতের মাহাত্ম্য যাতে হইল প্রচার।। অবন্তী নগরে এক গৃহস্থ ভবনে। এয়োগণ লক্ষ্মীব্রত করে একমনে।। অকস্মাৎ এলো সেথা বণিক তনয়। দাঁড়াইল সেই স্থানে ব্রতের সময়।। ধনৈশ্বর্য্যে পূর্ণ গৃহ ভাই পঞ্চজন। পরস্পর অনুগত রয় সর্বজন।। ব্রত দেখি হেলা করি বণিক তনয়। বলে, একি ব্রত ইথে কিবা ফলোদয়।। বণিকের বাক্য শুনি বলে বামাগণ। লক্ষ্মীব্রত করি ইথে কামনা পূরণ।। এই ব্রত যে করিবে ধনে জনে তার। লক্ষ্মীর কৃপায় হবে সোনার সংসার।। শুনি তাহা সদাগর বলে অহঙ্কারে। যে জন অভাবে থাকে সে পূজে উহারে।। ধনৈশ্বর্য্য ভোগ আদি যা কিছু সম্ভবে। সবই তো আমার আছে আর কিবা হবে।। ভাগ্যে না থাকিলে লক্ষ্মী কিবা দিবে ধন। হেন কথা কভু আমি না শুনি কখন।। অহঙ্কার-বাক্য লক্ষ্মী সহিতে না পারে। গর্বের কারণে লক্ষ্মী ছাড়িল তাহারে।। ধনমদে মত্ত হয়ে লক্ষ্মী করি হেলা। নানা রত্ন পূর্ণ তরী বাণিজ্যেতে গেলা।। দৈবযোগে লক্ষ্মী কোপে সহ লোকজন। সপ্ততরী জল মধ্যে হইল নিমগন।। গৃহমধ্যে ধনৈশ্বর্য্য যা ছিল তাহার। বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়ে হৈল ছারখার।। দূরে গেল ভ্রাতৃভাব হৈল ভিন্ন ভিন্ন। সোনার সংসার তার হইল বিপন্ন।। ভিক্ষাজীবী হয়ে সবে ফিরে দ্বারে দ্বারে। পেটের জ্বালায় ঘোরে দেশ-দেশান্তরে।। এরূপ হইল কেন বুঝিতে পারিল। কেঁদে কেঁদে লক্ষ্মীস্তব করিতে লাগিল।। সদয়া হলেন লক্ষ্মী তাহার উপরে। পুনরায় কৃপাদৃষ্টি দেন সদাগরে। মনে মনে মা লক্ষ্মীরে করিয়া প্রণাম। ব্রতের সঙ্কল্প করি আসে নিজ ধাম।। লক্ষ্মীব্রত করে সাধু লয়ে বধূগণ। সাধুর সংসার হৈল পূর্বের মতন।। এইরূপে লক্ষ্মীব্রত মর্ত্যেতে প্রচার। সদা মনে রেখো সবে লক্ষ্মীব্রত সার।। এই ব্রত যেই নারী করে একমনে। লক্ষ্মীর কৃপায় সেই বাড়ে ধনে-জনে।। করযোড় করি সবে ভক্তিযুক্ত মনে। লক্ষ্মীরে প্রণাম কর যে থাক যেখানে।। ব্রতকথা যেবা পড়ে, যেবা রাখে ঘরে। লক্ষ্মীর কৃপায় তার মনোবাঞ্ছা পুরে।। লক্ষ্মীর ব্রতের কথা বড় মধুময়। প্রণাম করিয়া যাও যে যার আলয়।। লক্ষ্মী ব্রতকথা হেথা হৈল সমাপন। মনের আনন্দে বল লক্ষ্মী-নারায়ণ।।

—অথ প্রতি বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীর ব্রত কথা সমাপ্ত—

মহাযোগী লোকনাথবাবার পাঁচালী

ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগী লোকনাথের জয়। পাপী তাপী উদ্ধারিতে হলেন উদয়।। আবির্ভূত হন বাবা কচুয়া গ্রামেতে।। জনমিল লোকনাথ ঘোষাল গৃহেতে।। পিতা রামকানাই ঘোষাল কমলাদেবী মাতা।। ধর্মপরায়ণা তিনি সতী পতিব্রতা।। একাদশবর্ষ যবে লোকনাথ হলো। ভগবান গাঙ্গুলী তাঁরে সন্ন্যাস দীক্ষা দিল।। গৃহত্যাগ করি আর ত্যজি পরিজন। গুরু সঙ্গে কালীঘাটে করে আগমন।। বেণীমাধব বাল্যসাথী সঙ্গেতেই ছিল। শিষ্যদ্বয়ে গুরু নানা যোগ শিখাইল।। তারপর আসে তাঁরা হিমাদ্রি শিখরে। দীর্ঘদিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে।। তারপর গুরু সঙ্গে শিষ্য দুইজন। পৃথিবীর নানা দেশ করেন ভ্রমণ।। বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্ব জানিবার তরে। উপস্থিত হন মক্কামদিনা নগরে।। কাবুলে আসিয়া মোল্লা সাদীর ভবনে। কোরাণ শরীফ পাঠ করেন যতনে।। বিশ্ব পরিক্রমা শেষে বেণীমাধব সঙ্গেতে। উপস্থিত হন চন্দ্রনাথ পাহাড়েতে।। দাবানল জ্বলে ওঠে বনের ভিতরে। অগ্নি থেকে রক্ষা করে বিজয় গোস্বামীরে।। বেণীমাধব চলে যান কামাক্ষ্যা ধামেতে। বাবা নেমে আসিলেন বারদী গ্রামেতে।। বাবাকে প্রথমে কেহ চিনতে না পারে। পাগল বলিয়া সবে উপহাস করে।। একদিন দু'ব্রাহ্মণের পৈতা জড়াইল। গায়ত্রী করিয়া বাবা তাহা খুলে দিল।। চারিদিকে এই কথা প্রচার হইল। দলে দলে ভক্তবৃন্দ আসিতে লাগিল।। অতঃপর আশ্রম হইল বারদীতে। বহুভক্ত শিষ্য সেথা লাগিল আসিতে।। পাপী-তাপী, রোগী কত আসিল তথায়। সবার কষ্ট বাবা করে নিরাময়।। শিষ্য আর ভক্তের বাবা বলেন একথা। আমাকে ঠাকুর রূপে পূজা করা বৃথা।। শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে যেবা আমারে ডাকিবে। অবশ্যই সেই ভক্ত মোর সাড়া পাবে।। আমি নেই এই কথা কোরনা মনেতে। ছিলাম, আছি, থাকবো সদা তোদের মাঝেতে।। জলে স্থলে যখনই বিপদে পড়িবে। তখনই আমার কথা স্মরণ করিবে।। এইরূপে লোকনাথ কত লীলা করে। কার সাধ্য সেই সব বর্ণিবারে পারে।। ১৬০ বৎসর বাবার বয়স হইল। মর্ত্যধাম ত্যাজিতে বাবার ইচ্ছা হলো।। ১২৯৭ সাল ১৯শে জ্যৈষ্ঠেতে। দেহ ত্যাজি যান বাবা অমরলোকেতে।। যার ঘরে বাবার চিত্র রাখিবে যতনে। অন্নকষ্ট থাকিবে না তাহার ভুবনে।। রোগ শোক দুঃখ কষ্ট সব দূরে যাবে। পুত্র পৌত্র সহ সবে আনন্দে থাকিবে।। বাবার পাঁচালী যেবা পড়ে কিংবা শুনে। পুণ্যবান সেই জন সদা রেখো মনে।। কোনও মন্ত্র কোনও দীক্ষা নাই তাঁর নামে। তাঁর নামই মহামন্ত্র এই মর্ত্যধামে।। যত বেশী তাঁর নাম উচ্চারিত হবে। মানব কল্যাণ তত অধিক হইবে।।

—ঃ অথ মহাযোগী লোকনাথবাবার পাঁচালী সমাপ্ত ঃ—

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতকথা

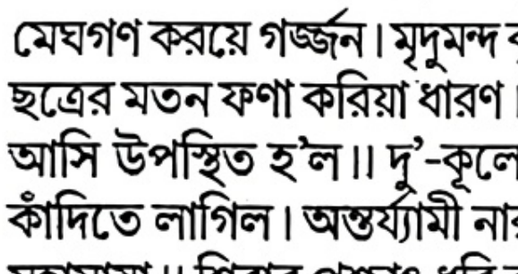

দিলীপ রাজ ক'ন বশিষ্ঠ মুনি প্রতি। শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা শুনিতে সম্প্রতি।। ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে। কিবা হেতু জনার্দ্দন জন্মেন ধরাতে।। বশিষ্ঠ কহেন রাজা শুন ভক্তি মনে। নারায়ণ স্বর্গ ত্যাজি কিসের কারণে।। এই

পৃথিবীতে জন্মে দৈবকী উদরে। সেই পুণ্যকথা বলি তোমার গোচরে।। পূর্ব্বকালে কংসাসুর নামে নরপতি। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে থাকি দিবারাতি।। পৃথিবীর দুঃখ দশা দেখি শূলপাণি। ক্রোধেতে অধীর হয়ে কহে এই বাণী। দেবগণ চল যাই ব্রহ্মার সকাশে। করিব উপায় আজি কংসের বিনাশে।। অনন্তর মহেশ্বর দেবগণে লয়ে। গমন করিল সবে ব্রহ্মার আলয়ে।। ব্রহ্মা তবে হংসপৃষ্ঠে করি আরোহণ। ক্ষীরোদ সাগরে যান লয়ে দেবগণ।। সাগরের তীরে স্তব করে সুরগণ। স্তবে তুষ্ট হইলেন দেব নারায়ণ।। কিবা হেতু করেছ হেথায় আগমন। ব্রহ্মা বলিলেন প্রভু করি নিবেদন।। শিববরে বলীয়ান হয়ে কংসাসুর। পৃথিবীরে দেয় সদা যাতনা প্রচুর।। মহেশ্বর দিল বর ভাগিনার হাতে। নিধন হইবে কংস নহে অন্য হ'তে।। দৈবকী উদরে জন্ম করিয়া গ্রহণ। পৃথিবীর দুঃখ দশা করুন মোচন।। নারায়ণ বলিলেন দেব মহেশ্বর। পার্ব্বতীকে সাথে দেন একটি বৎসর। কার্য্য শেষে পুনরায় আসিবে চলিয়া। এত বলি উমা রমা সাথেতে লইয়া।। মথুরা উদ্দেশে যাত্রা করি নারায়ণ। দৈবকী উদরে জন্ম করিলা গ্রহণ।। ভাদ্র মাস কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী তিথিতে। বুধবার রোহিণী নক্ষত্র নিশার্দ্ধেতে।। সর্ব্বদিক্ আলোকিত করিয়া শ্রীহরি। ধরাধামে অবতীর্ণ শিশুরূপ ধরি।। কেমনে রক্ষিব প্রভু কংস হাত হতে। ভাবিয়া উপায় মোরা নাহি পাই চিতে।। অন্তর্য্যামী নারায়ণ অন্তরে বুঝিল। পরিধান ত্যাজি প্রভু দ্বিভুজ হইল।। অনন্তর ভগবান হরির কৃপায়। বাসুদেব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পায়।। মায়াময় শ্রীহরির আশ্চর্য্য মায়াতে। রক্ষীগণ অচেতন হইল নিদ্রাতে।। যে সময়ে ভগবান আবির্ভূত হ'ন।যশোদা গর্ভেতে যোগমায়া ব্রজে জন্ম ল'ন।। অতঃপর ভগবান কন বসুদেবে। নন্দালয়ে তাঁরে রাখি আসিতে হইবে।। নন্দ-কন্যা যোগমায়া শ্রীভগবতীকে। আনায়ন করিয়া দিবেন দৈবকীকে।। যেইকালে বসুদেব গমন করিল। কারাগৃহে লৌহদ্বার মুক্ত হয়ে গেল।। মন্দ মন্দ মেঘগণ করয়ে গর্জ্জন। মৃদুমন্দ বৃষ্টিধারা হতেছে পতন।। স্বয়ং অনন্তদেব সর্পরূপ ধরি। বারি নিবারণ জন্য কৃষ্ণ শীর্ষোপরি।। ছত্রের মতন ফণা করিয়া ধারণ। শ্রীবসুদেবের সাথে তিনি করেন গমন।। এইভাবে বসুদেব যাইতে লাগিল। যমুনার তটে আসি উপস্থিত হ'ল।। দু'-কূলে বহিছে বান বসুদেব ভাবে। কেমনে হইয়া পার গোকুলে যাইবে।। হায় কি করিব বলি কাঁদিতে লাগিল। অন্তর্য্যামী নারায়ণ অন্তরে জানিল।। দেখিতে দেখিতে জল আসিল কমিয়া। শিবারূপে পার হয়ে যান মহামায়া।। শিবার পশ্চাৎ ধরি বসুদেব যান। মায়া করি বারি মধ্যে পড়ে ভগবান।। বসুদেব কাঁদে পুনঃ শিরে হাত দিয়া। জলক্রীড়া করে কৃষ্ণ যমুনা লইয়া।। যমুনার পূরে সাধ কৃষ্ণকে পাইয়া। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণ উঠিল ভাসিয়া।। সানন্দেতে বসুদেব তুলি নিয়া কোলে। যমুনা হইয়া পার আসিল গোকুলে।। অনন্তর বসুদেব, আসি নন্দালয়ে। যশোদা নিকটে দেখে কন্যা আছে শুয়ে।। মহামায়া প্রভাবেতে গোপ-গোপী যত। কেহ কিছু নাহি জানে সবে নিদ্রাগত।। যশোদাও পুত্র কন্যা কিছু না বুঝেছে। জানে কোন দেবরূপী জনম লভেছে।। যোগমায়ারূপী কন্যা দৈবকীকে দিয়া। বন্ধন স্থানেতে বসু আসিল চলিয়া।। যোগমায়া প্রভাবে পুনঃ বন্ধন ঘটিল। কারাগৃহ পুনরায় আবদ্ধ হইল।। মহামায়া সদ্যজাতা শিশুর মতন। ক্রন্দন করিবামাত্র জাগে রক্ষীগণ।। এক রক্ষী কংসপাশে করিয়া গমন। দৈবকী প্রসবে শিশু করে নিবেদন।। বিদিত হইয়া কংস আসি কারালয়ে। দেখিল দৈবকী কোলে কন্যা আছে শুয়ে।। ক্রোধে কংস ধরিবারে উদ্যত শিশুরে। দৈবকী কন্যাকে হৃদে জড়াইয়া ধরে।। অশ্রুসিক্ত আঁখি নিয়ে বলে বারে বার। প্রাণভিক্ষা দাও রাজা কন্যারে আমার।। না শুনিয়া তার কথা পাপরূপী কংস। শিশুরে করিতে চায় চিরতরে ধ্বংস।। ধরিয়া শিশুর পদ ঊর্দ্ধেতে তুলিল। শিলাপৃষ্ঠ লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করিল।। কিন্তু সেই শিশু-কন্যা কংসহাত হ'তে। আরও ঊর্দ্ধে যায় উঠে না পড়ে শিলাতে।। কন্যা অষ্টভুজা হয়ে মহাদেবীরূপে। বলেন বচন দুরাচার কংস ভূপে।। দুষ্ট দুরাচার কংস শুনরে বচন। কিবা লাভ হবে বধি আমার জীবন।। তোর শত্রু যিনি তিনি বালক রূপেতে। দিনে দিনে বর্দ্ধিত হতেছে গোকুলেতে।। অতএব নির্দ্দোষী দৈবকী বসুদেবে। হিংসা করি উভয়েরে কিবা ফল হ'বে।। তারপর অষ্টভুজা মাতা ভগবতী। গেলেন কৈলাসধামে যথা পশুপতি।। মহামায়া বাক্য কংস করিয়া শ্রবণ। বসু ও দেবকীর করে বন্ধন মোচন।। তৎপরে কিরূপে শত্রু করি বিনাশন। পরামর্শ করে কংস লয়ে মন্ত্রিগণ।। জন্মাষ্টমী ব্রতকথা হ'ল সমাপন। জয় কৃষ্ণচন্দ্র বলি ডাক সর্ব্বজন।। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রত করে যেই জন। সকল সদিচ্ছা তার হইবে পূরণ।। রোগ শোক দূরে যায় শান্তি পায় মনে। জন্মাষ্টমী ব্রতকথা যেই জন শুনে।। হে গোলকপতি কৃষ্ণ প্রার্থনা চরণে। এ অধমে কৃপা কর আপনার গুণে।।

রামনবমী ব্রত

রামনবমীর দিনে উপবাসী থেকে এই ব্রত করতে হয়। পিতৃপুরুষের তর্পণ করতে হয়। দশমীর দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে ব্রতকথা শুনে পারণ করতে হয়।

ব্রতের দ্রব্য—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, ফুল, দুর্বা, তুলসী, বেলপাতা, ফুলমালা, ধূপ, দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, রামচন্দ্রের ধুতি, সীতার ও কৌশল্যার শাড়ী, আসনাঙ্গুরীয়, মধুপর্ক বাটি, নৈবেদ্য, কুচা নৈবেদ্য, উপকরণ

বেণীমাধব নামের পরে শীল পদবী দেখিয়া কিনুন

© বেণীমাধব ® শীলের®

ও ভোগের দ্রব্য, দক্ষিণা।

ব্রতকথা—অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র না হওয়ায় খুব দুঃখে ছিলেন। তখন কুলগুরু বশিষ্ঠের উপদেশে রাজা সস্ত্রীক শিবদুর্গা মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। রাজার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে দেখা দিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে বললেন। দশরথ অনেক চেষ্টা করে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিয়ে যজ্ঞ করালেন। সেই যজ্ঞের চরু খেয়ে কৌশল্যা গর্ভবতী হলেন। তারপর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে, পুনর্বসু নক্ষত্র উদয়কালে, শুভযাগে, শুভলগ্নে ভগবান নারায়ণ রামচন্দ্ররূপে কৌশল্যার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন। রাজ্যে খুব আনন্দ উৎসব হলো। এই দিনটি খুবই পুণ্যদিন। একেই বলা হয় রামনবমী।

রাধাষ্টমী ব্রত

ব্রতের দ্রব্য—শাড়ী, মধুপর্ক বাটি, আসনাঙ্গুরীয়, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, ধুনা, ফুল, তুলসী, দুর্বা, বেলপাতা, দক্ষিণা।

ব্রতের ফল—এই ব্রত করলে নর-নারী সর্বপ্রকার পাপ-মুক্ত হয়।

ব্রতের কথা—ঋষি শৌনক মহামতি সুতকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে সুত! অন্যান্য দেবতাদের উপাসনার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই শ্রেষ্ঠ বলে জানি। আরও শুনেছি, তাহাপেক্ষা শ্রীমতী রাধা আরাধনা অধিকতর পুণ্যপ্রদ ও শ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রীরাধার অর্চনা বিষয়ে কোনও ব্রতাদির কথা বলুন।

সূত বললেন—হে ঋষিগণ! আমি একটি গোপনীয় ব্রতের কথা বলছি শুনুন। একদিন দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্। আপনার শ্রীমুখে অনেক ব্রতের কথা শুনেছি, এখন শ্রীমতী রাধিকার জন্মদিনের ব্রত শুনতে ইচ্ছা করি।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—দেবর্ষি! তুমি আমার পরম ভক্ত। সেজন্য তোমার কাছে বলছি, শ্রবণ কর।

কোনও এক সময় সূর্যদেব ত্রিলোক ভ্রমণ করতে করতে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য দেখে মনে মনে তপস্যার সঙ্কল্প করে, মন্দর পর্বতের গুহায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। এইরূপে দীর্ঘদিন গত হলো। সূর্যের কঠোর তপস্যা আর পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় দেবতারা ভীত হলেন। ইন্দ্র দেবগণসহ আমার কাছে এসে সব কথা বলতে, আমি বললাম, দেবগণ! সূর্য থেকে তোমাদের কোনও ভয় নাই। তোমরা নিজ নিজ স্থানে যাও। আমি সূর্যদেবকে তপস্যা থেকে ক্ষান্ত করবো।

তারপর আমি সূর্যের কাছে গেলাম। সূর্য আমাকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন—হে শ্রীহরি! আপনার দর্শন পেয়ে আমার জন্ম ও তপস্যা সার্থক হলো। যিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্তা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যাঁকে সব সময় চিন্তা করেন তাঁকে দর্শন করে আমি ধন্য হলাম।

আমি সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যকে বললাম—হে দিবাকর। তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ। এখন বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার পরম ভক্ত, সেজন্যই তোমাকে দর্শন দিলাম। এই কথা শুনে সূর্য বললেন—আমাকে একটি গুণবতী কন্যার বর দিন। আপনি চিরদিন সেই কন্যাটির বশীভূত থাকবেন। এছাড়া আমার আর কোনও ইচ্ছা নাই।

আমি তথাস্তু বলে তাকে বললাম—এই ত্রিলোকে আমি একমাত্র শ্রীরাধিকারই বশীভূত। শ্রীমতী রাধা এবং আমাতে কোনও প্রভেদ নাই। আমি পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য বৃন্দাবনে নন্দালয়ে অবতীর্ণ হবো। তুমিও সেখানে বৃষভানু নামে রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। শ্রীমতী রাধা তোমার কন্যারূপে অবতীর্ণ হবে।

তারপর শ্রীহরি মথুরায় জন্মগ্রহণ করে নন্দালয়ে এলেন। সূর্যদেব বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে বৃষভানু রাজা হলেন। গোপকন্যা কীর্তিদার সঙ্গে তার বিবাহ হলো। যথাকালে ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে কীর্তিদার গর্ভে শ্রীমতী রাধিকা জন্মগ্রহণ করলেন। গোপ-গোপীরা আনন্দোৎসবে মেতে উঠলো। আমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে রাধিকা আমাকেই পতিত্বে বরণ করতে ইচ্ছা করলেন।

যথাকালে আয়ান ঘোষের সঙ্গে শ্রীরাধার বিবাহ হলো বটে, কিন্তু আমাকে পরম পুরুষজ্ঞানে আমার সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন। শ্রীমতী রাধার এই জন্মদিনে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বসন-ভূষণ দ্বারা শ্রীমতী রাধার পূজা করে, নানা প্রকার মহোৎসব, ক্রীড়া কৌতুকাদি করতে হয়। রাধার সখীবৃন্দ, গোপিকাবৃন্দ, কীর্তিদা, বৃষভানু, প্রভৃতিরও পূজা করতে হয়। তারপর ব্রতকথা শুনে সেদিন উপবাসী থেকে পরদিন বৈষ্ণবদের সঙ্গে পারণ করতে হয়। রাধা নামের সঙ্গে কৃষ্ণ নাম যোগ করে জপ করলে যাবতীয় মন্ত্র জপের ফল লাভ হয়। তপ-জপে আমার যেমন সন্তোষ জন্মে, একবার রাধানাম উচ্চারণ করলে তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী আমি সন্তোষ লাভ করি।

এই ব্রতের অনুষ্ঠানে সর্বদুঃখ দূর হয় ও পরম শান্তিলাভ হয়। ধনৈশ্বর্যে গৃহ পূর্ণ হয় এবং সর্বস্থানে বিজয় লাভ হয়। ভক্তের কাছে এই ব্রতের কথা বললে সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়, কিন্তু ভণ্ড, পাষণ্ড, ভক্তিহীন নাস্তিকের কাছে প্রকাশ করলে অমঙ্গল হয়। শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই কথা শুনে নারদ মর্ত্যে এই ব্রত প্রচার করলেন আর নিজেও ব্রতপালন করলেন।

বেণীমাধব® শীলের সঙ্গে ভারত সরকার প্রদত্ত রেজিস্টার্ড ® চিহ্ন দেখিয়া কিনুন